অস্ত্র উৎপাদনই তবে মোদিজির ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’র ভবিষ্যৎ!

‘মেক ইন ইন্ডিয়া’র ভাঙা তরী শেষে ভিড়ল গিয়ে মানুষ-মারা অস্ত্রশিল্পের ঘাটে!

২০১৪-র সেপ্টেম্বরে বিশাল আড়ম্বরে শুরু হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ কর্মসূচি। সে বছর লালকেল্লার প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী এই প্রকল্পের উজ্জ্বল সম্ভাবনার গল্প শুনিয়েছিলেন। বিশ্বের পুঁজিমালিকদের আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন— ‘বিক্রি যেখানে খুশি করুন। কিন্তু উৎপাদন করুন এ দেশে’। প্রকল্প চালু হওয়ার দেড় বছর পরে ‘মেক ইন ইন্ডিয়া সপ্তাহ’ উপলক্ষে মুম্বইতে দেওয়া ভাষণে তিনি সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন— অচিরেই ভারত গোটা বিশ্বের ‘ম্যানুফাকচারিং হাব’-এ পরিণত হবে। উৎপাদন শিল্পে বিদেশি পুঁজির বান আসবে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এ দেশের জাতীয় আয়ের ২৫ শতাংশ অধিকার করবে উৎপাদন ক্ষেত্র। তৈরি হবে কর্মসংস্থানের বিপুল সুযোগ। নরেন্দ্র মোদি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ ভারতের যুবশক্তির জন্য ১০ কোটি কাজ সৃষ্টি করবে।

হই চই পড়ে গিয়েছিল দেশ জুড়ে। সংবাদমাধ্যম ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মেক ইন ইন্ডিয়ার প্রচারে। সরকারি বিজ্ঞাপনে ঢেকে গিয়েছিল আকাশ। আশায় বুক বেঁধেছিল বেকার সমস্যায় জর্জরিত দেশের যুবসমাজ। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিতে ভরসা করে তারা ভেবেছিল, এবার বোধহয় দুঃখ ঘুচবে। বিদেশি পুঁজিপতিদের সঙ্গে নিয়ে দেশীয় শিল্পপতিরা একের পর এক উদ্যোগ নিতে থাকবে। তৈরি হবে অসংখ্য কল-কারখানা। চাকরি জুটবে কাজের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরতে থাকা যুবশক্তির। জীবনের চাকা ঘুরতে থাকবে মসৃণ গতিতে।

বিনিয়োগ করার মতো পুঁজির অভাব হয়েছে এমন নয়। মুনাফা-মধুর খোঁজে বিদেশি শিল্পপতিরা পুঁজির পেটমোটা থলি নিয়ে ঢুকে পড়েছে ভারতে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ ২০১৫-’১৬ সালে ২৭ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাড়ে ৪ হাজার কোটি ডলারে। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রক তাদের ২০১৫-’১৬-র আর্থিক সমীক্ষাতে যথারীতি এটাকেই ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’র বিরাট সাফল্য হিসাবে তুলে ধরে প্রচারের ঢাক পেটাচ্ছে। কিন্তু কোথায় উৎপাদন ক্ষেত্রের অগ্রগতি! কই, নতুন নতুন কল-কারখানা তো চোখে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না! বেকারদের কর্মসংস্থানই বা হচ্ছে কোথায়! ঘটনা হল, বিপুল পরিমাণ বিদেশি পুঁজি ভারতে এসেছে ঠিকই, কিন্তু তা আদৌ উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগ করা হয়নি। বেশিটাই খাটছে অ্যামাজন, স্ন্যাপডিলের মতো ই-বাণিজ্য সহ বিভিন্ন ধরনের পরিষেবায়। কর্মসংস্থান হচ্ছে নামমাত্র। সরকারি তথ্যই বলছে, ২০১৫-’১৬ সালে উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগ হওয়া বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের হার কমে গিয়ে হয়ে গেছে ২৩ শতাংশ, যা আগের চার বছরের গড় ৩৫-৪০ শতাংশের তুলনায় অনেকটাই কম। উৎপাদন শিল্পের বেহাল দশাকে বেআব্রু করে দিয়ে এ বছরের এপ্রিলে দেশের কল-কারখানার উৎপাদনের হার আরও কমে নেমে এসেছে ৩.১ শতাংশে। গত বছরের এপ্রিলে যা ছিল ৬.৫ শতাংশ। অর্থাৎ এ বছর শিল্পপণ্য উৎপাদনের হার আগের বছরের অর্ধেক হয়ে গেছে। যে মূলধনী পণ্যের উৎপাদন থেকে নতুন বিনিয়োগের ছবি পাওয়া যায়, তাও এ বছর কমে গেছে ১.৩ শতাংশ। পাশাপাশি ৬ শতাংশ কমে গেছে টিভি, ফ্রিজের মতো দীর্ঘ মেয়াদে ব্যবহার্য ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের হার। অর্থাৎ নতুন কল-কারখানা তৈরি হওয়া দূরের কথা, পুরনোগুলিতেও হয় লালবাতি জ্বলছে, না হয় লে-অফ, উৎপাদন-ছাঁটাই চলছে। তারই ফলে কমছে শিল্পপণ্যের উৎপাদন।

শিল্পোৎপাদনের এ হেন দুর্দশায় কর্মসংস্থানের হাল যেমন হতে পারে তেমনই হয়েছে। সরকারি আর্থিক সমীক্ষার রিপোর্টই বলছে, ২০১৫-’১৬ তে কর্মহীনতার হার বেড়ে হয়েছে ৫ শতাংশ। ২০১১-’১২ তে এই হার ছিল ৩.৮ শতাংশ। ২০১৪-র সাধারণ নির্বাচনের আগে নরেন্দ্র মোদি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ক্ষমতায় এলে বিপুল কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবেন। বছরে চাকরি হবে দু’কোটি বেকারের। এ সবই যে ছিল নিছক ‘জুমলা’ বা কথার কথা— বেকারিতে জেরবার যুবসমাজ আজ তা হাড়ে হাড়ে বুঝছে। সত্য চাপা দেওয়ার হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও সরকারি হিসাবেই বেরিয়ে পড়ছে, ২০১৫-’১৬ সালে দেশের ৮টি শ্রমনির্ভর ক্ষেত্রে কাজ জুটেছে মাত্র ১ লক্ষ ৩৫ হাজার মানুষের, যেখানে ২০১১-’১২ সালে এই সংখ্যা ছিল ৯ লক্ষ ৩০ হাজার। উৎপাদন ক্ষেত্র সহ ব্যবসা-বাণিজ্য, নির্মাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলিতে জুলাই ২০১১ থেকে ডিসেম্বর ’১৩ পর্যন্ত

কাজ হয়েছিল ১২ লক্ষ ৮০ হাজার জনের। ২০১৪-র জুলাই থেকে '১৬-র ডিসেম্বর পর্যন্ত ওই ক্ষেত্রগুলিতে নিয়োগের সংখ্যা কমে কাজ হয়েছে মাত্র ৬ লক্ষ ৪১ হাজার জনের। বেকার সমস্যার এই ভয়াবহ চেহারার পাশাপাশি ২০১৬-'১৭-র আর্থিক সমীক্ষা আরও একটি মারাত্মক তথ্য প্রকাশ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, ইদানীং কর্মসংস্থানের ধরনে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। যেটুকু কর্মসংস্থানও বা হচ্ছে, সেগুলির বেশিরভাগই স্থায়ী চাকরি নয়। স্থায়ী কাজের বদলে অস্থায়ী চুক্তির ভিত্তিতে শ্রমিক-কর্মচারী নিয়োগ করা হচ্ছে। অর্থাৎ আজ চাকরি থাকলেও কাল থাকবে কি না ঠিক নেই। কর্মসংস্থানের গোটা আকাশজোড়া কালো মেঘ। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যাপক হারে শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই।

'মেক ইন ইন্ডিয়া'র এই বেহাল দশায় দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের মুনাফা-লুটের ব্যবস্থা করতে অস্ত্র উৎপাদনের রাস্তা দেখিয়ে দিলেন নরেন্দ্র মোদি। ২০ মে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী অরুণ জেটলি 'স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ' নীতি চালু করার কথা ঘোষণা করে দেশের বৃহৎ শিল্পপতিদের অস্ত্র কারখানা তৈরির অনুমতি দিয়েছেন। এবার থেকে আম্বানি-আদানিদের মতো বৃহৎ পুঁজিপতিরা বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশের মধ্যেই তৈরি করতে পারবেন আধুনিক প্রযুক্তির যুদ্ধাস্ত্র কিংবা যুদ্ধবিমান, ডুবোজাহাজের মতো নানা যুদ্ধ-সরঞ্জাম। আগে এ অধিকার ছিল শুধু সরকারি অস্ত্র উৎপাদক সংস্থার। পুঁজিপতিরা দু'হাত তুলে এ হেন সুযোগ দেওয়ার জন্য বিজেপি সরকারের জয়গান গাইছে। বণিকসভা 'ফিকি'র সভাপতি বলেছেন, এই পথে মোদিজির 'মেক ইন ইন্ডিয়া' গতি পাবে।

তাহলে শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর বহুল প্রচারিত মেক ইন ইন্ডিয়া কর্মসূচিকে গতি দিতে আশ্রয় নিতে হল মানুষ-মারা যুদ্ধাস্ত্র কারখানার! উৎপাদন শিল্পে বিপুল অগ্রগতির হাজার ঢাক পেটানো তাহলে ব্যর্থ? দেশের মানুষের কি তবে ভোগ্যপণ্য, শিল্পপণ্যের সমস্ত প্রয়োজন মিটে গেছে! অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজনই কি এখন দেশে সবচেয়ে বেশি!

আসলে, সরকারি তথ্য থেকেই দেখা যাচ্ছে, দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিরা রাজি নয় উৎপাদন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে। কেন এই অনীহা? এর পিছনে রয়েছে অর্থনীতির ভয়াবহ পরিস্থিতি। গোটা বিশ্বের মতো ভারতও এখন ভুগছে অতি-উৎপাদনের সংকটে। উৎপাদিত পণ্যে গুদাম উপছে পড়ছে, কিন্তু কেনার লোক নেই। এমন নয় যে মানুষের সমস্ত চাহিদা মিটে গেছে। আসলে তাদের হাতে শিল্পপণ্য কেনার মতো টাকা নেই। গরিবি, বেকারি, ছাঁটাইয়ে জেরবার দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ খেটে-খাওয়া মানুষের নুন আনতে পান্তা ফুরানোর জোগাড়। শিল্পপণ্য কিনবে কে? ফলে গোডাউনে গাদা হয়ে জমে থাকছে তৈরি হওয়া পণ্য— বিক্রি হচ্ছে না। এই অবস্থায় উৎপাদন শিল্পে নতুন করে পুঁজি ঢালার আগ্রহ দেখাচ্ছে না দেশি-বিদেশি শিল্পপতিরা। বিজেপি সরকার তাই দেশীয় একচেটিয়া পুঁজির মালিকদের জন্য বিদেশি কোম্পানির সাথে গাঁটছড়া বেঁধে যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদনের রাস্তা খুলে দিল যাতে পুঁজি বিনিয়োগ করার ক্ষেত্র খুঁজে পেয়ে মুনাফা লোটার কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে তারা। অস্ত্র ব্যবসায় মন্দা আসার ভয় নেই। দেশের মানুষ খেতে পাক আর না পাক, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের হাল যত বেহালই হোক অস্ত্রের চাহিদা কমবে না। কারণ, খোদ সরকারই তার প্রধান ক্রেতা। এর সাথে যুদ্ধে দীর্ণ মধ্যপ্রাচ্যে, সন্ত্রাস কবলিত নানা জায়গায় শান্তি প্রতিষ্ঠার অজুহাতে মার্কিন-ফ্রান্স-জার্মানি-ইজরায়েলের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে সরবরাহ হবে এই 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র অস্ত্র। সন্ত্রাস যত বাড়বে, ততই লাভ অস্ত্র ব্যবসার। সহজে এর শেষ নেই। এই হল অর্থনীতির সামরিকীকরণ, যা সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদের শেষ আশ্রয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্কটের চরিত্র বোঝাতে গিয়ে মহান নেতা স্ট্যালিন দেখিয়েছিলেন, আজ আর পুঁজিবাদী বাজারের আপেক্ষিক স্থায়িত্বটুকুও নেই। ফলে প্রতিটি উন্নত পুঁজিবাদী দেশ অস্ত্র উৎপাদননির্ভর অর্থনীতির দিকেই ঝুঁকবে। একে এক কথায় বলা যায় অর্থনীতির সামরিকীকরণ। মহান স্ট্যালিনের ছাত্র সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন, অর্থনীতির সামরিকীকরণের এই বৈশিষ্ট্য কেবল উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির ক্ষেত্রেই নয়, তথাকথিত উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলিরও বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। ধুঁকতে থাকা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বাজারে যখন চাহিদার চূড়ান্ত অভাব, অর্থনীতির চাকা যখন আর কোনও মতেই এগোতে চায় না, তখন একমাত্র উপায় প্রতিরক্ষা শিল্প বাড়ানো, মিলিটারি বাজেট বাড়ানো। যেহেতু সরকার নিজেই অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদক আবার নিজেই উৎপাদিত পণ্যের ক্রেতা, তাই জনগণের ক্রয়ক্ষমতা না থাকলেও অসুবিধা হয় না। অর্থনীতির এই সামরিকীকরণ অবাধে চালাতে যে কোনও

সময় দেশ আক্রান্ত হতে পারে— এরকম একটা আশঙ্কা জিইয়ে রাখা হয়, প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে শত্রুতার পরিবেশ সব সময় চাগিয়ে রাখা হয়। আজ এ দেশে চরম সংকটে জেরবার পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যখন পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্র খুঁজে খুঁজে পুঁজিপতিরা হয়রান, তখন তাদেরই পলিটিক্যাল ম্যানেজার নরেন্দ্র মোদির সরকার সামরিকীকরণের নীতি আরও ব্যাপক করতে অস্ত্র উৎপাদন শিল্পকেই মুনাফা লুটের ক্ষেত্র হিসাবে তাদের সামনে খুলে দিল। তাই এত ঢাক-ঢোল পেটানো সত্ত্বেও শেষমেশ ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’র গতি হল অস্ত্র শিল্প। এটাই ছিল তার স্বাভাবিক ভবিতব্য।